দৈনিক বাংলা

16 AUG. 198[illegible]
5 কলাম 7
00 164

সুযোগ না মেধা?

আমরা যে 'মেধা' 'মেধা' বলি —আসলে কি তা? মানুষের দেহের কোথায় তার বসবাস?

আর কিছু জানা না গেলেও এটুকু বলা যায়, অস্থিমজ্জা রক্ত মাংসের মানুষের 'মেধা' অলৌকিক কিছু নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলা হয়, পুষ্টির অভাবে দেহ বুদ্ধির ক্ষতি হয়, সে সঙ্গে ব্যাহত হয় মেধার বিকাশ। তাহলে ধরে নেয়া যায় মেধার যোগাযোগ রয়েছে দেহের পরিপূর্ণতা এবং দেহ ও মনের সুস্থ তার সঙ্গে। মেধার অবস্থানের জন্য কোনও পৃথক ভুবনের অস্তিত্ব নেই।

মন যেমন দেখা যায় না, মেধাও তেমনি। আচারে—আচরণে যেমন মনের প্রতিফলন, তেমনি বোধ, বুদ্ধি, বিশ্লেষণশক্তি, বিচক্ষণতা—এসবে মেধার বিকিরণ। মেধাবী তাকে বলি, যার চিন্তনে, অনুশীলনে, কর্মে, প্রকাশে প্রজ্ঞা বেশি—যা তাকে যশ দেয়, জৌলুস দেয়, যা তাকে সাধারণ থেকে কিঞ্চিৎ বা বেশি উঁচুতে টেনে নেয়; নিয়ে চমক ছড়ায়। অবশ্য এ চমকের সঙ্গে জাগতিক সাফল্যের সম্পর্ক আবশ্যিক নয়। মেধার সঙ্গে বিত্তের সংযোগও অচ্ছেদ্য নয়।

শারীরিক কাঠামোর মানুষের মধ্যেকার অশরীরী এই মেধা ধরাছোঁয়ার বাইরে হলেও তার বিকাশ বিশেষভাবে বস্তুময় বিশ্বের বাস্তব পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। মেধা মার খায় যদি না তাকে যথাযথ লালন করা হয়। (জন্মগত মেধা বলে কিছু আছে কিনা—তা অনেকের মতে বিতর্কের বিষয়।) পরিবেশের অবদান মেধার বিকাশে মুখ্য। সুষম খাদ্যের সঙ্গে চাই সুষম শিক্ষাও।

ভাল স্কুলের ছাত্র যে ভাল ফল করে, তার মূলে কাজ করে এ সত্যই। ছাত্র ভাল, না স্কুল ভাল—এ প্রশ্ন ডিম আগে, না মুরগী, এই দ্বন্দ্বের মতন জটিল কিছু নয়। স্কুল বা শিক্ষক বা পরিবার—কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও ভালই, যার সাহায্যে ছেলের অন্তরে পৌঁছেছে আলো, উৎসাহিত হয়েছে পড়ায়; প্রেরণা পেয়েছে আপনা থেকে, উদ্বুদ্ধ হয়েছে জ্ঞান-সাধনায় জীবনে যশস্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।

এতে করে বোঝা যায়, ছেলে যে সুযোগ পেয়েছে, বড় কথা হচ্ছে সেই সুযোগ। এই সুযোগের অবদান কি পুরোপুরি, নাকি আধা, নাকি সিকি—সেই পরিমাপ গৌণ, মুখ্য মেধা ঝলসে উঠেছে পারিপার্শ্বিকতার কল্যাণে—এটাই বড়। অর্থাৎ পরিবেশই পরম পাথর, কোনও স্বপ্নলোকের চাবি নয়।

এ কারণেই যখন স্কুলে স্কুলে 'মেধাবী' বেছে নেয়ার হিড়িক পড়ে অথবা মেধাবীদের জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তখন ভাবনা জাগে। মেধার এই মাপজোখ হবে কী দিয়ে? যে শিশুটি সবে বর্ণ চিনছে অথবা বর্ণমালা শিখছে, তার ক্ষেত্রে? যে ছেলে কিছু দূর এগুলো, প্রাথমিক পার হল, অথবা নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক ডিঙ্গাল, জিজ্ঞাসা তার বেলায়ও। এ জিজ্ঞাসার কারণ স্পষ্ট। দুগ্ধপোষ্য শিশুটির হাতে খড়ির সময়ে তার মেধার নির্ণয় হয় সপ্রতিভতা, বয়সানুগ বুদ্ধিমত্তা, বয়সমাফিক স্মরণ ও গ্রহণ ক্ষমতা এসব দিয়ে। এই সকল বয়সোচিত প্রতিভার উন্মেষ কি ঘটতে পারে ধনী-নির্ধণ পরিবারে সমানভাবে? পারিবারিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের দরুণ বৈষম্য থাকবেই শিশু সদস্যদের চলনে বলনে, প্রকাশে ব্যবহারে। স্কুলে যাওয়ার আগেই যে শিশুটির ঘরে বসে অক্ষর পরিচিতি ও পরিবেশ-পরিচিতি ঘটে, তারও আগে ঘটে মৌখিকভাবে একাধিক ভাষার সঙ্গে পরিচিতি, যে শিখে ফেলে টিভি, ভিসিআর ইত্যাদি পদার্থ কেমন বা কী—তার সঙ্গে কী করে পাল্লা লড়বে সংকটের ঘরের সদ্য সন্ত্রস্ত শিশু? একই ভাবে ভাল মানের স্কুলে যে পড়েছে, ভাল অর্থ গুনতি সীট, অধিক টুইশন ফিস, অঢেল পুস্তকসমৃদ্ধ লাইব্রেরী, বিশাল খেলার মাঠ আর উন্নত ধরনের প্রশিক্ষণ, তার সঙ্গে কোন কৌশলে এঁটে উঠবে পল্টন ময়দানের মতো ভিড়-ঠেলা ক্লাশে আর গড়ে গোঁজামিলে পাঠ গ্রহণ করা নির্জ্ঞান ছেলে?

মেধাবী হতে হলে মেধা লাগে যে মেধা তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আর বহির্জগতের সুযোগের সফল সমান্বয়ের ফসল। বাইরের সুযোগের সংস্পর্শে না এলে সুপ্ত মেধার যথার্থ বিকাশ ঘটানো কষ্টকরই। (ব্যতিক্রম যদি থাকে-ই, তবে তা ব্যতিক্রমই।) দৈহিক অবয়বের পার্থক্যের মতন মানুষের মানসিক ধারণ ক্ষমতায় ব্যবধান থাকবেই। এ ধারণ ক্ষমতাকে মেধা বলে চিহ্নিত করা অসমীচীন যদিও তা মেধার অন্যতম চিহ্ন বটে; অসমীচীন এ কারণে যে তা নিরপেক্ষ পরিবেশে লালিত নয়। ভুল মানদন্ডের বিচার যতই সাচ্চা হোক, তার ফলাফল ভুল হবেই।

শিক্ষার্থীদের অবস্থা করুণ। কেউ পরিবারের অর্থ দুহাতে উড়িয়ে পড়াশোনা করে, কেউ অর্থ উপার্জন করে পরিবার বাঁচিয়ে পড়ে। কেউ আনন্দে-বিলাসে অপরিমেয় লাসেও বিদ্যা চর্চা করে, কেউ বিষাদে মালিন নীল কন্ঠ হয়ে বিদ্যার পদলেহন করে। কেউ জীবনকে রঙিন কাচের মধ্যে দেখে—কেউ জীবনের প্রস্তর খন্ডে মাথা খুঁড়ে মরে।

এর পরেও ভাল করে। অজ্ঞাত কোনও পরিবারের অনুল্লেখ্য জীবিকার ঘরের কোনও এক ছেলে আচমকা মেধা তালিকায় ঠাঁই পেয়ে যায়; পেয়ে বক্স-নিউজ হয়। চমক হয় বলেই তার জন্য বাক্স-খবরের বিস্ময়। বিস্ময় একাধিক কারণে: প্রথম কারণ—তার পরিবেশে উক্ত মেধা-তালিকাধারী হতে পারার বীজ উপ্ত নয়; চাকচিক্যে সে চৌকস নয়—নয় বর্ণে বর্ণে বর্ণালী। 'ভাল' কিছুই সে লাভ করেনি। দ্বিতীয় কারণ: ছয় কি আটজন শিক্ষক একান্ত সহযোগিতা দানের জন্য সে লাভ করেনি—লাভ করেনি স্কুলেরও তেমন সাহায্য—তেলা-মাথাদেরই তো কদর সর্বত্র। ছাত্রের সম্ভাবনার চেয়ে তার বাবার অর্থ বা পদ-বল অনেক শ্রেষ্ঠ।

এছাড়া সময়ও ছিল নিশ্চয়ই তার জন্য বৈরী—প্রচুর অবকাশ আর চিন্তাহীন দিন তার জন্য কল্পনাতীতই ছিল বইকি। এমন ব্যতিক্রমী ছেলের মেধার বিকাশের তবে কারণ কি?

কারণ আছে অবশ্যই, সে কারণও রহস্যময় নয়। এখানেও সাহায্য করেছে পরিবেশ কোনও না কোনওভাবে নিশ্চয়। হয় ছেলে সংস্পর্শে এসেছে প্রকৃত গুণীজনের এবং সত্যিকার সুহৃদের—যাঁর কাছে পথনির্দেশ পেয়েছে—পেয়েছে প্রেরণা ভাল করার। কানও না কোনও ভাল তাকে পরিচালিত করেছে যে ভাল'র অধিবাস তার পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রে, ঘরে বা বাইরে, তার পরিধিতে। পার্থক্য, তার মেধা অল্পেই ঝলসে উঠেছে, জীবনের গদ্যময় দিক তাকে অল্প বয়সেই গভীর দিগদর্শন দিতে পেরেছে। সংকট ও বেদনা তাকে পরিপূর্ণ করেছে। তার অন্তরের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটান সম্ভব হয়েছে সব মিলে।

কারণ আরও আছে। যেহেতু মেধার বিকাশ পরিবেশের সহায়তা সাপেক্ষ, সেহেতু দারিদ্র্য বা সংকট মেধার বিকাশ সাধারণত প্রতিহত করে। এ জন্যই বলার উপায় নেই—অশিক্ষার সঙ্গে মেধাহীনতার সম্পর্ক আছে। শিক্ষা বঞ্চিত যিনি, তিনি সুযোগ বঞ্চিত, তাই তাঁর মেধার পরিমাপ সম্ভব হয়নি।

এর পরে যা সত্য, তা হচ্ছে, মেধার বিভিন্নতা। সকলে সমান মেধার আধার নয়। আবার সকল মেধাই এক খাতে প্রবাহিত নয়। এজন্যই মেধার মান নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। এই মান নির্ণয় ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থে জরুরী এজন্য যে এতে একদিকে জনসম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর দিক নিশানা তৈরি করা যায়, অন্যদিকে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে ফেলার অনাসৃষ্টি রোধ করা সহজ হয়।

মেধা-নির্ণয় যখন সকল বিবেচনায় অপরিহার্য, তখন এই নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনও জরুরী। সমান সুযোগ দেয়ার পর যে পরিমাপ হবে তা-ই হতে পারে যথার্থ। মেধা বাছাই ও মেধা আবিষ্কারের জন্য যদি প্রতিযোগিতা পরীক্ষা প্রচলনের উদ্যোগ গৃহীত হয়, তবে লক্ষ্য পূরণের জন্য এ হবে পূর্ব শর্ত।

—হোসনে আরা শাহেদ